❖ জেলা সৃষ্টির ইতিহাসঃ

কিশোরগঞ্জের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীনকালে কিশোরগঞ্জ এলাকা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল, বর্মণ ও সেন রাজারা এই অঞ্চল বা এর কিছু অংশ শাসন করেছিলেন। এরপর কোচ, হাজং, গারো এবং রাজবংশীদের অধীনে ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে কোন বংশই এ অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তৎকালে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিশোরগঞ্জের জঙ্গালবাড়ী ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের পীঠস্থান। মধ্যযুগে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ময়মনসিংহ অঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। ১৭৮৭ সালের ০১ মে ভারতীয় উপমহাদেশের এক সময়কার বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোচ অধ্যুষিত সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে সম্রাট আকবরের সময়। ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহকুমার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মিঃ বকসেল। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে যদিও দেখা যায় বাজিতপুর, নিকলী, হোসেনপুর ও জঙ্গালবাড়ীর প্রাচীন আমেজ অনেক বেশি তথাপিও ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে কিশোরগঞ্জ আজ সর্বমহলে স্বীকৃত কেননা প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ উপরোল্লিখিত অঞ্চলগুলো বর্তমান কিশোরগঞ্জেরই অন্তর্গত। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও কিশোরগঞ্জ এলাকাটি ''কাটখালী'' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা হওয়ার সময় থানা ছিল তিনটি। যথা-নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ০১ মার্চ ১৩ টি থানা নিয়ে জেলা ঘোষণা করা হয় এবং প্রথম জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এম.এ মান্নান।

❖ নামকরণঃ

৬ষ্ঠ শতকে বত্রিশ এর বাসিন্দা শ্রী কৃষ্ণদাশ প্রামাণিকের ছেলে নন্দকিশোর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। এ গঞ্জ থেকেই কালক্রমে 'কিশোরগঞ্জ' নামের উৎপত্তি হয়।

❖ ভৌগলিক অবস্থানঃ

- **অবস্থানঃ** ২৪০০২" থেকে ২৪০৩৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০০২" থেকে ৯১০১৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
- **আয়তনঃ** ২,৬৮৮.৫৯ বর্গ কিলোমিটার
- **সীমানাঃ** কিশোরগঞ্জে ১৩টি উপজেলা রয়েছে। এই জেলার উত্তরে নেত্রকোণা জেলা ও উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণে নরসিংদী জেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা ও হবিগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা ও গাজীপুর জেলা।

- **সীমান্তবর্তী জেলাসমূহঃ**

উত্তরে নেত্রকোণা জেলা ও উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা, দক্ষিণে নরসিংদী জেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা ও হবিগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা ও গাজীপুর জেলা।

- **ভূপ্রকৃতিঃ**

হাওর-বাওর ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ণ জনপদ হলো কিশোরগঞ্জ জেলা। ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার সমগ্র অঞ্চল এবং তাড়াইল, নিকলী, বাজিতপুর ও ভৈরব উপজেলার আংশিক এলাকা নিয়ে হাওর অঞ্চল গঠিত।

- **প্রধান নদ-নদীঃ**

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, মেঘনা, কালনী, সুতী, নরসুন্দা, ঘোড়াউত্রা, ধনু, বৌলাই, আড়িয়াল খাঁ, মগরা, চিনাই, সিংগুয়া, ফুলেশ্বরী, সোয়াইজানী, কালী, কুলা নদী প্রভৃতি।

- **জলবায়ুঃ**

কিশোরগঞ্জের জলবায়ু উষ্ণ। কিশোরগঞ্জের গড় তাপমাত্রা ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় ২২৫০ মি.মি.।

- **জীববৈচিত্র্যঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলার জীববৈচিত্র্য মূলত হাওরকেন্দ্রিক। হাওরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুকসহ জলজ প্রাণীর বিচরণের পাশাপাশি হাওরে প্রচুর দেশি বিদেশি হাঁস চাষ করা হয়।

- **অর্থনীতিঃ**

কিশোরগঞ্জের অর্থনীতির চালিকাশক্তি অনেকটা হাওরের ওপর নির্ভরশীল। হাওরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় যা দেশের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম। তাছাড়া কিশোরগঞ্জে পাট, ধান এবং অন্যান্য অনেক সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে যা দেশের চাহিদা পূরণ করে বাইরেও রপ্তানী হয়।

❖ **প্রশাসনিক তথ্যঃ**

- **জনসংখ্যাঃ** ৩২৬৭৬৩০ পুরুষ -১৫৭২৩৭০ মহিলা-১৭৯৪০৫৭ (সূত্রঃ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন)
- **জনসংখ্যার ঘনত্ব**-১২১৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি.
- **স্বাক্ষরতার হার-** ৬৭.৪৭
- **সংসদীয় আসন সংখ্যাঃ** ০৬ টি

সংসদীয় আসনের নাম	মাননীয় সংসদ সদস্যের নাম	ফোন ও ইমেইল	ছবি
কিশোরগঞ্জ-১ (কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর)	ডাঃ সৈয়দা জাকিয়া নূর (লিপি)	০১৩১৮৭৯৫১৮৯ sz_noor@yahoo.co.uk	
কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া)	মোঃ সোহ্‌রাব উদ্দিন	০১৭১১৬০৬৪১৯	
কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ ও তাড়াইল)	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	০১৭৬৬৬৮৬০৯০, ০১৭২০৩০৮২৯১ kishoreganj.3@parliament.gov.bd	
কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম)	জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক	০১৭১১৫৩০৭১১,০১৯১১৫৩০৭১১ ra.taufiq@ymail.com	
কিশোরগঞ্জ-৫ (বাজিতপুর ও নিকলী)	জনাব মোঃ আফজাল হোসেন	০১৭১৫৪৮৯২২২, ০১৭১২০৯৭৫৫৬ mpafzalhossainkg5@gmail.com	
কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব ও কুলিয়ারচর)	জনাব নাজমুল হাসান	০১৭১১৫২২৩০৫ kishoreganj.6@parliament.gov.bd	

সিটি কর্পোরেশনের নামঃ নেই

- **উপজেলা**
- **উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঃ** ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০৮ (আট) টি এবং ৩১ শয্যা বিশিষ্ট ০৪ (চার) টি
- **পৌরসভাঃ** ০৮ টি
- **ইউনিয়ন পরিষদঃ** ১০৮ টি
- **গ্রামের সংখ্যা-** ১৬৭৪
- **মৌজা**- ৮৬১
- **থানার সংখ্যাঃ** থানা ১৩ টি, পুলিশ ফাঁড়ি ০৮ টি, হাইওয়ে থানা ০১ টি, হাইওয়ে ফাঁড়ি ০১ টি ও রেলওয়ে থানা ০১ টি
- **জেলখানাঃ** ০১ টি
- **রেলস্টেশনঃ** ০৭ টি, রেলওয়ে জংশন ০১ টি
- **হাটবাজারঃ** ১৯৩৮ টি
- **ঘাটঃ** ফেরিঘাট- ৩ টি, লঞ্চঘাট- ০২ টি
- **মোট জমির পরিমাণঃ** ৬৬৪৪৬৬.৩৭ একর
- **আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ১৭ টি
- **আবাসন প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩ টি
- **গুচ্ছগ্রামের সংখ্যাঃ** ০৪ টি
- **স্কুলের সংখ্যা-**
    - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ১৩২৯ টি
    - নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ৩৫ টি
    - মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ ২২৯ টি
- **কলেজের সংখ্যাঃ** ৪৫ টি
- **বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ** ০১ (এক) টি
- **মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যাঃ** ০১ (এক) টি সরকারি ও ০২ (দুই) টি বেসরকারি
- **জেনারেল হাসপাতালের সংখ্যাঃ** ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০১ টি

❖ ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ

➢ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিঃ

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরে পৃথিবীর বুকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হলেও কিশোরগঞ্জ শহর সত্যিকার অর্থে বিজয় দিবসেও বিজয় দেখেনি। কারণ এখানে বিজয় এসেছে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বিজয় দিবসেও এখানে পাকবাহিনীর দোসর ও দালালদের সাথে মুক্তিসেনাদের প্রচন্ড লড়াই হয়েছে, রক্ত ঝরেছে। এর আগে মুক্তিবাহিনীর দাপটে পাক হানাদার বাহিনী ৪ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ ছেড়ে গেলেও তাদের দোসর আল-বদর বাহিনী, আল সামস ও রাজাকারদের দল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কিশোরগঞ্জকে পাকিস্তান বানিয়ে রাখে। তৎকালীন মহকুমা শহরকে শত্রুমুক্ত করতে ১৬ ডিসেম্বর রাতে চারদিক থেকে গেরিলা মুক্তিসেনারা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন চৌহানের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করলে হানাদার বাহিনীর দোসররা কম্পিত হয়ে ওঠে। সে রাতে বেশ কয়জন আল-বদর, রাজাকার নিহত হয়। পরদিন ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর জওয়ানরা শহরে ঢুকে। হাজার হাজার জনতা মুক্তির উল্লাস করতে করতে শহরে প্রবেশ করে মুক্তির চিরন্তন স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুলে আকাশ। সেদিন ছিল সত্যি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়ে যখন পাকিস্তানী কারাগারে গমন করেন তখন মহান নেতার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জের কৃতী পুরুষ, প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বিচক্ষণ ভূমিকা এ দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক ইতিহাসে কিশোরগঞ্জের অবদান অবশ্যই অগ্রগণ্য ও অনস্বীকার্য।

➢ দর্শনীয় স্থানঃ

কিশোরগঞ্জ জেলার অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলো হচ্ছে- কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার শোলাকিয়া ঈদগাহ, পাগলা মসজিদ, ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদ, কবি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির, তাড়াইল উপজেলার কালনা আখড়া, শাহ সেকান্দর (র.) এর মাজার, তালজাঙ্গা জমিদার বাড়ি, ধলা জমিদার বাড়ি, পাকুন্দিয়া উপজেলাধীন শাহ মাহমুদ মসজিদ, ঈশা খাঁর দুর্গ, বেবুদ রাজার দিঘী, কটিয়াদি উপজেলার কুড়িখাই শাহ্ শামসুদ্দিন আওলিয়ার মাজার শরীফ, শ্রী শ্রী গোপিনাথ জিউর নাট মন্দির, মসূয়ার রায় পরিবার (সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি), নিকলী উপজেলার গুরুই শাহী মসজিদ, ছেত্রা নারায়ণ গোসাইর আখড়া, হাজী সাহেবের দরগা, ষাইটধার চন্দ্রনাথ গোস্বামীর আখড়া, নিকলী জমিদার বাড়ি, পাহাড় খাঁর ভিটা, ছাতিরচর, নিকলী বেড়ীবাঁধ, ইটনা উপজেলার ঐতিহাসিক বড়হাটী মসজিদ, গুরুদয়াল সরকারের বাড়ি, মিঠামইন উপজেলার শ্রী শ্রী গোধর গোস্বামীর আখড়া, দিল্লির আখড়া, মালিকের দরগাহ, অষ্টগ্রাম উপজেলার কুতুব শাহ মসজিদ, ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রামের অলওয়েদার রোড, বাজিতপুর উপজেলার পাগলা শংকর আখড়া, ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ি জামে মসজিদ, করিমগঞ্জ

উপজেলার জঙ্গলবাড়ি দুর্গ (ঈশা খাঁর দুর্গ), বালিখলা, চামটা ঘাট বন্দর, কুলিয়ারচর উপজেলার নাজির দিঘী, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি এবং হোসেনপুর উপজেলার গাংগাটিয়া জমিদার বাড়ি ইত্যাদি।

- **বিশেষ উৎসবঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী সাতদিনের কুড়িখাই মেলা। প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষ সোমবার থেকে শুরু হয় এই মেলা, চলে ০৭ দিন।

- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীঃ**

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় বর্মন এবং রবি দাস নামক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী আছে যাদের আনুমানিক সংখ্যা ১,২০০ জন। তাদের পেশা কৃষিকাজ, মাছ ধরা, জুতা মেরামত ও সেলুন ব্যবসা।

❖ **মানচিত্র সংক্রান্ত নির্দেশনাঃ**

➢ **বাংলাদেশের মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ জেলাঃ**

➢ **ঢাকা বিভাগের মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ জেলাঃ**
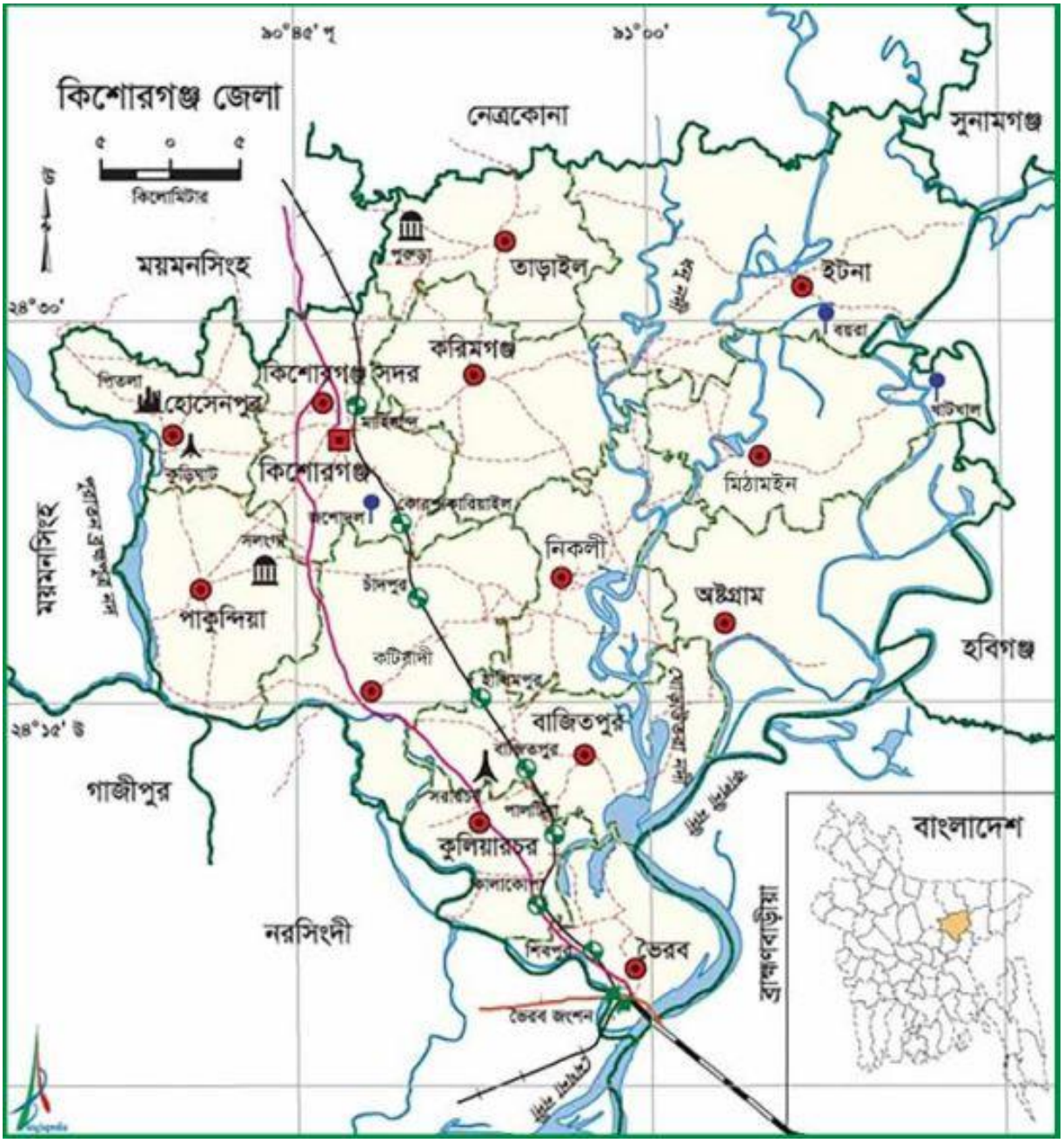
➢ **কিশোরগঞ্জ জেলার মানচিত্রঃ**